



1046 - নামাযে কোন নারীর পায়রে পাতাদ্বয় ঢাকার হুকুম

প্রশ্ন

নামাযে কোন নারীর পায়রে পাতাদ্বয় ঢাকা ওয়াজবি হওয়ার পক্ষযে কোন দললি আছে কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কোন স্বাধীন শরয়ি ভারপ্রাপ্ত (মুকাল্লাফ) নারীর ওপর নামাযে তার সারা শরীর ঢেকে রাখা ওয়াজবি; কবেল চহোরা ও দুই হাতেরে কব্জদ্বয় ছাড়া। কোননা নারীর গোটো দহে সতর (আচ্ছাদন যোগ্য)। যদি কোন নারী এমন অবস্থায় নামায পড়ে যে, তার সতরেরে কোন একটা অংশ যমেন পায়রে গচোছা, পায়রে পাতা, মাথা বা মাথার কয়িদাংশ প্রকাশ হয়ে গছে তাহলে তার নামায সহহি হবো না। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “খমির পরধান ছাড়া আল্লাহ কোন প্রাপ্তবয়স্ক নারীর নামায কবুল করনে না” [মুসনাদে আহমাদ ও সুনান গ্রন্থসমূহে সহহি সনদে বর্ণিত; কবেল সুনানে নাসাঈ ছাড়া]

এবং যহেতে সুনানে আবু দাউদ-এ উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়ছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে: কোন নারীর জামা ও খমির পরে, নমিনাংশে পরধিয়ে পশোক ছাড়া নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করছেলিনে? তখন তিনি বলেন: নারীর গোটো অংশ সতর।

চহোরার ব্যাপারে সুনান হলে: নামাযে চহোরা খলো রাখা; যদি সখোনে কোন গাইরে মাহরামরে উপস্থতি না থাকে।

আর পায়রে পাতাদ্বয় ঢাকা জমহুর (অধিকাংশ) আলমেরে মতে, ওয়াজবি। কোন কোন আলমে পায়রে পাতা খলো রাখার অনুমতি দনে। কিন্তু জমহুর আলমে খলো রাখাকে হারাম মনে করনে এবং ঢেকে রাখাকে ওয়াজবি বলেন। যহেতে আবু দাউদ উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে হাদসি সংকলন করছেন যে, তিনি এমন নারীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসতি হয়ছেলিনে: যে নারী খমির ও কামজি পরে নামায পড়ে? তখন তিনি বলছেলিনে: যদি কামজি পায়রে পাতাদ্বয় ঢেকে রাখে তাহলে অসুবধি নহে।” তাই সর্বাবস্থায় পায়রে পাতাদ্বয় ঢাকা উত্তম ও অধিক সতরকতা।

আর হাতেরে কব্জদ্বয়েরে বধিয়ে প্রশস্ততা রয়ছে। যদি হাতেরে কব্জদ্বয় খলো রাখে তাতে কোন অসুবধি নহে। আর যদি ঢেকে রাখে তাতেও কোন অসুবধি নহে। কোন কোন আলমেরে মতে, কব্জদ্বয় ঢেকে রাখা উত্তম। আল্লাহই তাওফকিরে



মালিকি।